বিশ্ব ইজ্‌তিমা‘ কি এবং কেন

www.Talimezikr.com

ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী

পীর ছাহিব, বিশ্ব তা‘লিমে যিক্‌র, ছিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।

বিশ্ব ইজ্‌তিমা‘ কি এবং কেন

(What and Why the World Great Conference)

পীরে কামিল ও মুকাম্মিল, অন্যতম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক,
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা

ড. মুহাম্মাদ মন্‌জুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী ছাহিব

বি.এ. (অনার্স); এম. এ.(আরবী সাহিত্য); এম. এম.; এলএল.বি; পিএইচ.ডি. (গবেষণার বিষয়: ফিক্‌হ হানাফী);(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

পীর ছাহিব, বিশ্ব তা‘লিমে যিক্‌র, ছিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।
মহাপরিচালক, জামি‘আ আরাবিয়া ছিদ্দিকীয়া দারুল ‘উলুম মাদরাসা, মানিকগঞ্জ,
চেয়ারম্যান, ছিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
চেয়ারম্যান ও প্রধান গবেষক , ছিদ্দিকীয়া রিসার্চ সেন্টার, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা,
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মাসিক ভাটিনাও।

ছিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ছিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।

www.Talimezikr.com

প্রকাশক
মুহাম্মাদ মিক্বদাদ ছিদ্দিকী
পীর ছাহিবজাদা ও প্রধান খলিফা, বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র, ছিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জ।
গবেষক, ছিদ্দিকীয়া রিসার্চ সেন্টার, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

Bishwa Iztima Ki Abong Keno: What and Why the World Great Conference.

Written By
The Spiritual Leader of Bangladesh, Shaikh al Hadith,
Alhajj Hazrat Mawlana,
D. MUHAMMAD MANZURUL ISLAM SIDDIQUEE SIR.
B.A (Hons); M.A. (Arabic Literature); M.M (Al Hadith); LL.B; Ph.D.
(Research Topic: Science of Hanafi Jurisprudence); (Dhaka University).

Spiritual Master, Bishwa Talim e Zikr, Siddiquenagar, Manikganj, Bangladesh.
Director General, Zamia Arabia Siddiqueea Darul Ulum Madrasha, Manikganj.
Chairman, Siddiqueea Foundation Bangladesh.
Founder & Chief Researcher, Siddiqueea Researech Center, Badda, Dhaka.
Founder Chairman, The Monthly Vati-naw.

Published by:
MUHAMMAD MIQDAD SIDDIQUEE.
Son and First Caliph of the Spiritual Master of Bishwa Talim e Zikr.
Researcher, Siddiqueea Research Center, North Badda, Dhaka-1212.

© 2010 Siddiqueea Foundation Bangladesh. All rights reserved.

১ম প্রকাশ : প্রথম বিশ্ব ইজ্‌তিমা', ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ইং।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : গ্রন্থকার।
গ্রাফিকস ডিজাইন : প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক।

কম্পিউটার কম্পোজ : ছিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
মুদ্রণে : মানিকগঞ্জ প্রিন্টিং এন্ড প্রসেসিং, ২১, সৈয়দ হাসান আলী লেন বাবু বাজার, ঢাকা। ফোন: ৭৩৯২০৫৫।

হাদিয়া : ১০.০০ টাকা মাত্র।
Price : US $ 1.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

মহাবিশ্বের মহাস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর হাবীব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে সিরাজ্জুম্মুনিরা বা প্রজ্জলিত চেরাগ নামে আখ্যা দিয়েছেন। এ চেরাগ কিয়ামত পর্যন্ত সর্বাবস্থায় প্রজ্জলিত থাকবে। নবুওয়াতের যামানা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বিলায়াতের যামানা চালু রয়েছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। যুগে যুগে আল্লাহর অলীগণ বিলায়াতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে তা'লিমে যিক্‌রের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি অর্জনের ব্যবস্থা ও তাছাওউফের জ্ঞান দান করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, যা প্রজ্জলিত চেরাগেরই আলো। ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত পীরে কামিল ও মুকাম্মিল, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও গবেষক, আধ্যাত্মিক মহাসাধক, কুতুবে আলম অধ্যাপক (অব.) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম ছিদ্দিকী ছাহিব (রাহ.) ১৯৬৫ সালে বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার ৪৪ বছর পর গত ১৯ নভেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে ৮৮তম বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের পক্ষ থেকে চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার তা'লিমে যিক্‌রের আলো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব ঐক্য ও বিশ্ব শান্তির লক্ষে বিশ্বের প্রথম 'ইল্‌মে তাছাওউফের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র ডাক দেয়া হয়েছে, যেখানে দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিশ্ব ইজ্‌তিমা' একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ব ইজ্‌তিমা'।

এ পুস্তিকায় বিশ্ব ইজ্‌তিমা' কি এবং কেন এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করি সুধী,পাঠকমহল খুব সহজে বিশ্ব ইজ্‌তিমা' সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

ইতি,

ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী
পীর ছাহিব, বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র,
ছিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।
০৪ জানুয়ারি ২০১০ ইং।

প্রকাশকের কথা

অন্যতম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক, শাইখুল হাদীস আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী ছাহিব, পীর ছাহিব হুযুর মানিকগঞ্জ কর্তৃক লিখিত 'বিশ্ব ইজ্‌তিমা' কি এবং কেন' পুস্তিকাটি প্রকাশনার মহাদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে তাই মহান আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি - আলহামদুলিল্লাহ।

বিলায়াতের এ যুগে চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার বোনাফাইড খলিফা কর্তৃক বিশ্বে প্রথম 'ইল্‌মে মা'রিফাতের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র ডাক আজকের অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি পিপাসু মানুষের মনে বিশ্ব শান্তির আলো জাগিয়েছে। নি:সন্দেহে অদূর ভবিষতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শান্তি প্রিয় মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়তলে শান্তি লাভ করতে দলে দলে ছুটে আসবে বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র পটল ময়দানে। এ কিতাবটিতে মুর্শিদ কিবলা বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা' সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে মূল বিষয়টি নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। আশা করি সূধীজনের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

প্রকাশনার ব্যাপারে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, সুধী পাঠকমহল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটিই একান্তভাবে কাম্য।

ইতি,
মুহাম্মাদ মিক্বদাদ ছিদ্দিকী
পীর ছাহিবজাদা ও প্রধান খলিফা, বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র,
ছিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।
০৪ জানুয়ারি ২০১০ ইং।

সূচীপত্র :

১. ইজ্‌তিমা' কি?-৬
২. তাবলীগ জামা'তের টঙ্গী বিশ্ব ইজ্‌তিমা'-৭
৩. বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'-৭
৪. কি এবং কেন-৯
৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-১০
৬. ইজ্‌তিমা' ময়দান পরিচিতি-১০
৭. রওজা শরীফ থেকে সরল রেখা বরাবর-১০
৮. বিশ্ব ইজ্‌তিমা' ময়দানের নমুনা নকশা-১১
৯. তা'লিমে যিক্‌র-১২
১০. ইসলাহে নফস-১২
১১. সকল ধর্মের আলোচনা-১২
১২. সুন্নাতের পরীক্ষা-১৩
১৩. চিশতিয়ায়ে ছাবিরিয়া তরীক্বার শাজারা শরীফ-১৩
১৪. গ্রন্থপঞ্জি-১৫
১৫. যোগাযোগ-১৬

বিশ্ব ইজ্‌তিমা' কি এবং কেন

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বান্দাকে ঐক্যবদ্ধ থাকার হুকুম দিয়ে আল কুরআনুল কারীমের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেন,

" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا "

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারন কর, এমনভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধ থাক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"

বিশ্ব জুড়ে আজ একতার খুব অভাব। বিভিন্ন দলে দলে, ধর্মে ধর্মে, দেশে দেশে অনৈক্য এবং অশান্তি বিরাজ করছে। হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মানুষ দাঙ্গা হাঙ্গামা ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পরছে। বিশ্ব শান্তির জন্য বিশ্ব ঐক্যে খুবই প্রয়োজন। আত্মশূদ্ধি অর্জন ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের পক্ষ থেকে বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র ডাক দেয়া হয়েছে।

ইজ্‌তিমা' কি?

আভিধানিক অর্থে ইজ্‌তিমা' (اجتماع) শব্দ দ্বারা সম্মেলন, সমাবেশ, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়কে বুঝায়। ইজ্‌তিমা'কে ইংরেজীতে Great Conference, Congregation, Great Meeting ইত্যাদি বলা হয়। সামাজিক কোন বিষয় নিয়ে ইজ্‌তিমা' অনুষ্ঠিত হলে তাকে সমাজিক ইজ্‌তিমা' বলা হয়। রাষ্ট্রীয় ভাবে কোন ইজ্‌তিমা' অনুষ্ঠিত হলে তাকে রাষ্ট্রীয় ইজ্‌তিমা' বলা হবে। হিন্দু অথবা মুসলমান ভাইদের কোন ইজ্‌তিমা' অনুষ্ঠিত হলে তাকে হিন্দু বা মুসলমান ইজ্‌তিমা' বলা হবে। একইভাবে যে ইজ্‌তিমা' দল, মত, জাতি, ধর্ম, দেশ নির্বিশেষে অনুষ্ঠিত হয়ে তাকে বলা হয় বিশ্ব ইজ্‌তিমা'। তাই বিশ্ব ইজ্‌তিমা'য় অবশ্যই সকল দল মত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

তাবলীগ জামা'তের টঙ্গী বিশ্ব ইজ্‌তিমা'

হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রাহ.) ১৯২৭ সলে ভারতের উত্তর প্রদেশের শাহরানপুর গ্রামে তাবলীগ জামা'তের কার্যক্রম শুরু করেন। তখন থেকেই এলাকা ভিত্তিক ইজ্‌তিমা' অনুষ্ঠিত হতো। তারপর ১৯৪৬ সালে কাকরাইল মসজিদে ইজ্‌তিমা' শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর ভারতের ভোপালে, পশ্চিম পাকিস্তানের (পাকিস্তান) রাইন্দ ও পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) তুরাগ তীরে তিনটি ইজ্‌তিমা' শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের হজ্জ ক্যাম্পে এবং ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্দিরগঞ্জে ইজ্‌তিমা' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার টঙ্গী নদীর তীরে ইজ্‌তিমা'র জন্য জায়গা বরাদ্দ করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ইজ্‌তিমা'র জন্য ১৬০ একর/০.৬৫ বর্গ কি.মি./০.২৫ বর্গ কি.মি. স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ করে। তাবলীগ জামা'তের ভাইদের নিয়মিত অক্লান্ত পরিস্রমে ধীরে ধীরে এটি বিশ্ব ইজ্‌তিমা'য় রূপ নেয়। বর্তমানে প্রায় ৮০ টি দেশের নাগরিক এ ইজ্‌তিমা'য় যোগদান করেন। এখানে কোন রাজনৈতিক আলোচনা করার অনুমতি নেই। এখানে তাবলীগ জামা'তের ৬ নম্বর বয়ান সহ দাওয়াতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। ইজ্‌তিমা' থেকে অসংখ্য জামা'ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের দাওয়াতের জন্য ছড়িয়ে পরে। ২০০৭ সালে ইজ্‌তিমা'য় প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ যোগদান করে। তুরাগ তীরের 'ইল্‌ম শরী'আতের এ বিশ্ব ইজ্‌তিমা'কে হজ্বের পর মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহা-সম্মেলন হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এ ইজ্‌তিমা' বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় নি:সন্দেহে আমার গর্বিত। আমরা এ বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র সকল প্রকার উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করি।

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'

পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত পীরে কামিল ও মুকাম্মিল, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও গবেষক, আধ্যাত্মিক মহাসাধক, কুতুবে আলম অধ্যাপক (অব.) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম ছিদ্দিকী ছাহিব (রাহ.) তাঁর মুর্শিদ কিবলা আল্লাহ্‌র কুতুব চরমোনাই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর ছাহিব হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইছহাক ছাহিব (রাহ.) এঁর হুকুম ও দু'আ'র মাধ্যমে ১৯৬৫ সালে বিশ্ব

তা'লিমে যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা, ভদ্রতা, ভালবাসা, ধৈর্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অত্যধিক মহব্বত ও সম্মান করতেন। তিনি মাত্র ৮ জন মুরিদ নিয়ে প্রথম বাৎসরিক ইসলামী মহাসম্মেলন করেছিলেন। তখন হারিকেন দিয়ে আলো জ্বালানো হতো। পরবর্তীতে তিনি সমগ্র বিশ্বে 'ইল্‌ম শরি'আত ও 'ইল্‌ম মা'রিফাতের আলো ছড়িয়ে দেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। মাইলের পর মাইল কখনো পায়ে হেটে কখনো সাইকেল চালিয়ে মাহফিল করতে যেতেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে আনতেন। ধীরে ধীরে মানুষ দলে দলে ইসলামের পথে আসতে থাকে। তিনি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় ব্যাপক সফর করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, এভাবে তিনি সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় এক কোটি মানুষকে পরিপূর্ণ সুন্নাতে দাখিল করিয়ে সকাল সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর যিক্‌রের তা'লিম দিয়ে ভদ্র, সভ্য, আদবওয়ালা ও জ্ঞানী মুসলমান হিসেবে তৈরি করেছেন। উল্লেখ্য বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার ২১ টি আধ্যাত্মিক মহাসাধনা তা'লিমের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটিয়ে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাই বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র এর প্রধান লক্ষ্য। বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র নির্দলীয় এবং সর্বদলীয়। এখানে দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানবসেবা করা হয়। গরীবে নিওয়াজ হযরত খাযা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রাহ.) (৯ জমা.সনি ৫৩৬ - ৬ রজব, ৬২৭ হি./১১৪১-১২৩০ খৃ.) হলেন এই তরীক্বার ইমাম তাঁর নামানুসারে এই তরীক্বার নাম করন চিশতিয়া তরীক্বা করা হয়েছে। হযরত 'আলী আহম্মাদ আলাউদ্দীন ছাবির কালিয়ারী ছাহিব (রাহ.) (১৯ রবি. আও. ৫৯২ - ১৩ রবি.আও. ৬৯০ হি./১১৯৬-১২৯১ খৃ.) এঁর মাধ্যমে এই তরীক্বার ব্যাপক প্রসার ঘটায় এই তরীক্বার নাম চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পাক ভারত উপমহাদেশে ১২৬টি হক্ব তরীক্বা রয়েছে তার মধ্যে চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বা অন্যতম। এ তরীক্বার সঠিক সাধনার মাধ্যমে একটি সাধারন মানুষ খুব সহজে ও অল্প সময়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লভে সচেষ্ঠ হয়। তাই চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার এই মহা সাধনার তা'লিম গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া ও মানুষের আত্মিক উন্নতির

পথকে তরান্বিত করার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত ১৯ নভেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে বিশ্বের প্রথম বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র তারিখ ঘোষণা করা হয়। প্রতি দু'বছর অন্তর এ বিশ্ব ইজ্‌তিমা' অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

কি এবং কেন

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা' হলো আত্মশুদ্ধি, সকল জাতি ও ধর্ম, বিশ্ব শান্তি, 'ইল্‌মে তাছাওউফ ও বিশ্ব মানবতার বিশ্ব ইজ্‌তিমা'। বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা' কোন নির্দিষ্ট দল, মত, জাতি, ধর্মের জন্য নয়। এখানে সকলের জন্য আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। আধ্যাত্মিক মহাসাধনার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটানো হয়। এখানে মানুষের আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। এখানে মানুষের ভিতরের আত্ম অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপনতা, অলসতা, অভদ্রতা, মূর্খতা ইত্যাদিকে মহাস্রষ্টার নামের যিক্‌রের মহাসাধনার মাধ্যমে পরিবর্তন করে পর্যায়ক্রমে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে সভ্য, ভদ্র, দানশীল, কর্মঠ ও জ্ঞানী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হয়। নিয়মিত সাধনার ফলে মানুষের আত্মা একটি বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয় ফলে সে নিজে শান্তি প্রিয় হয়ে যায়, অপরকে শান্তি প্রিয় দেখতে চায় এবং এভাবে সে পরম শান্তি লাভ করে। সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত সকল ধর্মেই আধ্যাত্মিক সাধনার কথা রয়েছে, সকল ধর্মের সাধকরাই মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে স্বচেষ্ঠ হয়েছেন। তাই বিশ্ব শান্তির জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন এবং এ আত্মশুদ্ধির জন্যই বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র ডাক দেয়া হয়েছে। তুরাগ তীরের তাবলীগ জামা'তের 'ইল্‌ম শরী'আতের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র সাথে বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের 'ইল্‌ম মা'রিফাতের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র কোন প্রকার সাংঘর্ষিক কোন বিষয় নেই। তাদের কর্মকান্ডের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা তাদের ইজ্‌তিমা'য় শরীক হওয়ার চেষ্টা করি এবং তাবলীগ জামা'তের ভাইদেরকেও আমরা বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'য় অংশগ্রহনের আহ্বান জানাই এবং দল, মত, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সকলকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই এবং বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা' সম্পর্কে সকলের সকল মতকে সাদরে গ্রহন করা হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আধ্যাত্মিক মহাসাধনা (যিক্‌র) তা'লিমের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটিয়ে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাই বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র প্রধান লক্ষ্য এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ ইজ্‌তিমা'র উদ্দেশ্য।

বিশ্ব ইজ্‌তিমা' ময়দান পরিচিতি

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র জন্য প্রায় ১৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পটল ময়দান ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র বিশ্ব মানচিত্রে ২৩° ৫২´ ৪৫´´ অক্ষাংশ ও ৯০° ৪ ১৫´´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এঁর রওজা মুবারক থেকে ১৮০° অর্থাৎ সরল রেখা বরাবর পূর্বে অবস্থিত।

চিত্রঃ রওজা শরীফ থেকে সরল রেখা বরাবর বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র অবস্থিত।

বিশ্ব ইজ্‌তিমা' ষ্টেজের সম্মুখে দেশ বিদেশ থেকে অগত আশিকিন, যাকিরিন, সালিকিন, মুহিব্বিন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অতিথিদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। বাম পাশে খাবারের হোটেল, জরুরী চিকিৎসা সেবা বিভাগ ইত্যাদি আছে।

তার পিছনে অর্থাৎ দক্ষিন পূর্ব কোনে ইস্তিঞ্জা (পস্রাব পায়খানা) এর ব্যবস্থা রয়েছে। স্টেজ বরাবর সোজা পূরুষদের পেন্ডেলের শেষ প্রান্তে মহিলা মা-বোনদের জন্য পরিপূর্ণ পর্দার সহিত বিশেষ প্যান্ডেল রয়েছে। মহিলাদের পেন্ডেলের ভিতরেই খাবার ও জরুরী প্রয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে। মহিলারা ইজ্‌তিমা' চলাকালীন পেন্ডেলের বাহিরে চলাফেরা সম্পূর্ণ নিষেধ। বিশ্ব ইজ্‌তিমা' ময়দানের নমুনা নকশা নিম্নরূপ:

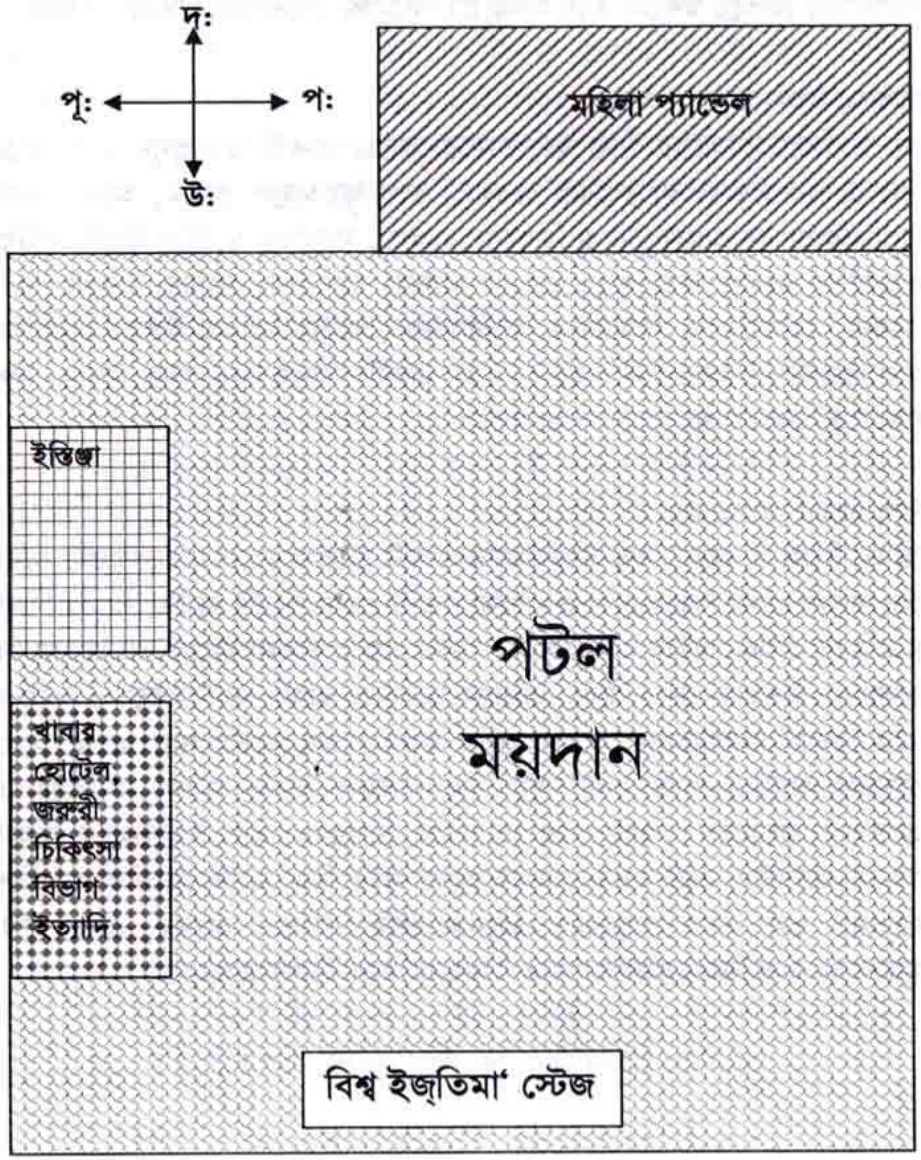

তা'লিমে যিক্‌র

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র চার দিন সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের যিক্‌রের তা'লিম দেয়া হয়। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে চিশিতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার যিক্‌রে পটল ময়দান আলোকিত হয়ে উঠে। এখানে যে কেউ খুব সহজেই লক্ষ লক্ষ যাকিরিনের সাথে একাগ্রচিত্তে যিক্‌রে মশগুল হয়ে মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ঠ হতে পারেন।

ইসলাহে নফস

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা। আল কুরআনুল কারীম, আল হাদিস, সুন্নাহ, বিজ্ঞানের আলোচনা ও যিক্‌রের মাধ্যমে মানুষের আত্মীক উন্নতি ঘটিয়ে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে আদব, আখলাক, নম্রতা, ভদ্রতা, জ্ঞান গবেষণা, মেডিটেশন, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। ফলে একটি মানুষ খুব অল্প সময়ে বিশ্ব জ্ঞানরাজ্যে বিচরণের সুযোগ লাভ করে।

সকল ধর্মের আলোচনা

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'র একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় হলো সকল ধর্মের আলোচনা ও সাধনা। এটি কোন নির্দিষ্ট জাতি, ধর্মের বিষয় নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান সকল ধর্মের সাধনা নিয়েই গবেষণামূলক আলোচনা উপহার দেয়া হয়। এখানে অন্যান্য ধর্মের ভাইদেরকেও তাদের ধর্মের বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়। সকল ধর্মের সার কথাই হলো মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা, যুগে যুগে সকল ধর্মের সকল মনীষীরা এ মহাসাধনা করেছেন। তাই বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'য় সকল বিষয়েই জ্ঞানর্চচা করা হয়। আমরা আশা করি বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা' ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি অনেকাংশেই কমিয়ে আনবে এবং সুখি, সমৃদ্ধশালী ও শান্তিময় আর্দশ জাতি উপহার দিবে ইনশাআল্লাহ ।

সুন্নাতের পরীক্ষা

বিজ্ঞান যতই উন্নত হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মহানবী, মহারাসূল, মহাবিজ্ঞানী, মহাদার্শনিক, মহাচিকিৎসক, মহানেতা, মহাসেনাপতি, মহাভদ্র, মহাজ্ঞানী, মহাসুন্দর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে বিশ্ববাসী ততই সঠিক জ্ঞান লাভ করছে । বিজ্ঞানের এ যুগের গবেষাণায় এমন অনেক গবেষণাকর্ম বেড়িয়েছে যেখানে দেখা যায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এঁর প্রতিটি সুন্নাত অনুসরনে মানবজাতির বিশেষ কল্যান নিহিত রয়েছে। তাই বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা'য় হুযুর (সা.) এর পবিত্র সুন্নাত সমুহের তা'লিম দেয়া হয় এবং সুন্নাতের পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাত পালনের তাগিদ দেয়া হয়। সাথে সাথে সামাজিক পারিবারিক ইত্যাদি বিষয়েরও পরীক্ষা নেয়া হয়।

চিশতিয়ায়ে ছাবিরিয়া তরীক্বার শাজারা শরীফ:

১. হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মাদ মন্‌জুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী ছাহিব।
২. তাঁর পীর ও পিতা কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অব.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম ছিদ্দিকী ছাহিব (রাহ.)। (১৩৫৭-১৭ সফর, ১৪২১ হি./১৯৩৭ - ২১ মে, ২০০০ খৃ.)।
৩. তাঁর পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহিব (রাহ.)। (১৩১৯-১৩৯৩ হি./১৯০৩ - ১৯৭৩ খৃ.)।
৪. তাঁর পীর হযরত মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম ছাহিব (রাহ.)। (ও. ৯ রবি. আও, ১৩৫০ - হি./১৯৩১ খৃ.)।
৫. তাঁর পীর কুতুবে আলম রশীদ আহম্মাদ গাঙ্গুহী ছাহিব (রাহ.)। (৬ যিলকদ, ১২৪৪ হি.- ৯ জমা.সানি, ১৩২৩ হি./ ১৮২৬ - ১২ আগষ্ট, ১৯০৫ খৃ.)।
৬. তাঁর পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী ছাহিব (রাহ.)। (১২৩০-১৩১৭ হি./ ১৮১৪ - ১৮৯৯খৃ.)।
৭. তাঁর পীর মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝানজানবী ছাহিব (রাহ.)।
৮. তাঁর পীর হাজী শাহ আব্দুর রহীম শহীদ বেলায়েতী ছাহিব (রাহ.)।
৯. তাঁর পীর শাহ আব্দুল বারী আমরহী ছাহিব (রাহ.)।

১০. তাঁর পীর মাওলানা শাহ অব্দুল হাদী আমরহী ছাহিব (রাহ.)।
১১. তাঁর পীর মাওলানা শাহ আজদুদ্দীন ছাহিব (রাহ.)।
১২. তাঁর পীর শাহ মুহাম্মাদ মক্কী ছাহিব (রাহ.)।
১৩. তাঁর পীর মাওলানা শাহ মুহাম্মাদী ছাহিব (রাহ.)।
১৪. তাঁর পীর মাওলানা শাহ মহিবুল্লাহ এলাহাবাদী ছাহিব (রাহ.)।
১৫. তাঁর পীর মাওলানা শাহ আবু সাঈদ গঙ্গুহী ছাহিব (রাহ.)।
১৬. তাঁর পীর শাহ নিজামুদ্দীন বলখী ছাহিব (রাহ.)।
১৭. তাঁর পীর শাহ জামালুদ্দীন ছাহিব (রাহ.)।
১৮. তাঁর পীর আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী ছাহিব (রাহ.)।
১৯. তাঁর পীর শাইখ মুহাম্মাদ ফারুকী ছাহিব (রাহ.)।
২০. তাঁর পীর শাইখ মোখদম আরেফ ফারুকী ছাহিব (রাহ.)।
২১. তাঁর পীর মাওলানা শাইখ আহম্মদ আব্দুল হক ছাহিব (রাহ.)।
২২. তাঁর পীর শাহ জামালুদ্দীন ছাহিব (রাহ.)।
২৩. তাঁর পীর মাওলানা শাইখ শামসুদ্দীন তুর্ক ছাহিব (রাহ.)।
২৪. তাঁর পীর শাইখ আলাউদ্দীন ছাহিব (রাহ.), (১৯ রবি. আও. ৫৯২ - ১৩ রবি.আও. ৬৯০ হি./১১৯৬ - ১২৯১ খৃ.)।
২৫. তাঁর পীর শাহ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর ছাহিব (রাহ.), (১১৭৩-১২৬৬ খৃ. অথবা ১১৮৮-১২৮০ খৃ.)।
২৬. তাঁর পীর কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী ছাহিব (রাহ.) (৫৬৯-১৪ রবি.আও, ৬৩৩ হি./১১৭৩-২৭ নভেম্বর, ১২৩৫ খৃ.)।
২৭. তাঁর পীর খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী আযমিরী ছাহিব (রাহ.)। (৯ জমা.সনি ৫৩৬ - ৬ রজব, ৬২৭ হি./১১৪১-১২৩০ খৃ.)।
২৮. তাঁর পীর খাজা উসমান হারুনী ছাহিব (রাহ.)। (ও. ৬ শাওয়াল, ৬১৭ হি./ ১২১৯ খৃ.)।
২৯. তাঁর পীর মাওলানা শাহ শরীফ জিন্দানী ছাহিব (রাহ.)। (ও. ৩ রজব, ৬২১ হি./ ১২৩৫ খৃ.)।
৩০. তাঁর পীর খাজা মওদুদ চিশতী ছাহিব (রাহ.)। (ও. ২ রজব, ৫৫৭ হি./১১৬১ খৃ.)।
৩১. তাঁর পীর মাওলানা শাহ আবু ইউছুফ ছাহিব (রাহ.)।

৩২. তাঁর পীর শাহ আবু মুহাম্মাদ চিশতী ছাহিব (রাহ.)। (ও. ২ রজব, ৪১১ হি./১০১৩ খৃ.)।
৩৩. তাঁর পীর শাহ মুহাম্মাদ আবদাল চিশতী ছাহিব (রাহ.)।
৩৪. তাঁর পীর শাইখ আবূ ইসহাক শামী ছাহিব (রাহ.)।
৩৫. তাঁর পীর খাজা শামশাদ ছাহিব (রাহ.)। (১৪ মহররম, ২৯৮হি. / ৯০৯খৃ.)
৩৬. তাঁর পীর হযরত আমিন উদ্দীন আবূ হুরায়রা বছরী ছাহিব (রাহ.)।
৩৭. তাঁর পীর হযরত শাহ হুজায়ফা মারাশী ছাহিব (রাহ.)।
৩৮. তাঁর পীর শাহ ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী ছাহিব (রাহ.)। (ও. ২৮ জমা. আও. ২৬২ হি./৮৭৬ খৃ.)
৩৯. তাঁর পীর হযরত ফুজাইল ইব্‌ন আয়াজ ছাহিব (রাহ.)। (ও. ১৮৭ হি./ ৮০৩ খৃ.)
৪০. তাঁর পীর খাজা অব্দুল ওয়াহিদ ছাহিব (রাহ.)। (ও. ২৮ সফর, ১২৬ হি./৭৪৪ খৃ.)
৪১. তাঁর পীর হযরত হাসান বসরী ছাহিব (রাহ.)। (২১-১১৯হি./৬৪১-৭৩৭ খৃ.)
৪২. তাঁর পীর হযরত 'আলী (রা.)। (যিলহজ্জ ১৩, ২০হি.পূ.- রমযান ২১, ৪০হি./ মার্চ ১৭, ৫৯৯- জানুয়ারী ২৮, ৬৬১খৃ.)
৪৩. তাঁর পীর সাইয়্যেদেনা নাবিয়্যেনা অছিলাতিনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (দ.)। (৫২ হি.পূ.- ১১হি./ ৫৭০- ৬৩২ খৃ.)

গ্রন্থপঞ্জি:

১. القران الكريم
২. **আল কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদ,(মানিকগঞ্জ:** ছিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ ইং),
৩. **সহীহ মুসলিম, (কায়রো:** মাকতাবা'আতু ইহয়া আল কুতুব আল অরাবিয়্যাহ, ১৯৫৪),
৪. **মিশকাত, (দেওবন্দ:** মি'রাজ বুক ডিপো),
৫. **সহীহ আল বুখারী** (দেওবন্দ: কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ, ১৩৯৩হি.),
৬. **সুনানু আবী দাউদ, (কলিকাতা, ভারত :** দারুল ইশাআত ইসলামিয়্যা),
৭. **সুনান ইব্‌ন মাজা, (দেওবন্দ, ভারত :** আশরাফী বুক ডিপো),
৮. **জামি'উ তিরমিযী, (দিল্লী, ভারত :** কুতুব খানায়ে রাশীদিয়া),
৯. **আবূ দাউদ , (ভারত:** মাকতাবায়ে ইশা'আতুল ইসলাম),
১০. যি.জি. হাভা, **এস.যে. আল ফারায়েদ আদ দুর্রিয়া,** আরবী-ইংরেজী অভিধান, **(বৈরুত :** ক্যাথলিক প্রেস, ১৯৬৪),

১১. গবেষণা বিভাগ, **আরবী-বাংলা অভিধান** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৬ ইং),
১২. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, **আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান,** (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৫ ইং)
১৩. John Esposito, **The Oxford Dictionary of Islam, (Oxford University Press** 2003),
১৪. **Endowments, Da'wah and Guidance,(Kingdom of Saudi Arabia:** Ministry of Islamic Affairs),
১৫. http://en.wikipedia.org

যোগাযোগের ঠিকানা:

ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী
বি.এ. (অনার্স)(আরবী সাহিত্য); এম. এ.; এম. এম. (আল হাদীস); এলএল.বি; পিএইচ.ডি. (গবেষণার বিষয়: ফিক্‌হ হানাফী); (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

পীর ছাহিব, বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র, ছিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।
মহাপরিচালক, জামি'আ আরাবিয়া ছিদ্দিকীয়া দারুল 'উলুম মাদরাসা, মানিকগঞ্জ।
চেয়ারম্যান, ছিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
চেয়ারম্যান ও প্রধান গবেষক, ছিদ্দিকীয়া রিসার্চ সেন্টার, বাড্ডা, ঢাকা।
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মাসিক ভাটিনাও।

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র (মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ) এর তিনটি কার্যালয় রয়েছে। নিম্নে দেয়া ঠিকানা ও তারিখ অনুযায়ী যে কোন সময় যোগাযোগ করতে পারেন।

১. প্রতি বাংলা মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ছিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।
২. প্রতি ইংরেজী মাসের ৩ ও ৪ তারিখ, খানকায়ে ছিদ্দিকীয়া, ২৯৭-২৯৮, স্বাধীনতা স্বরনী রোড, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।
৩. প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ বৃহস্পতিবার কলাবাগান, উথুলী, মানিকগঞ্জ। (ঢাকা আরিচা রোডে উথুলী বাস ষ্ট্যান্ড নেমে টেম্পু অথবা রিক্সায় কলাবাগান।)

এছাড়া বছরে দু'বার (৫, ৬, ৭ অগ্রহায়ন ও ১০, ১১, ১২ ফাল্গুন) বাৎসরিক ইসলামী মহাসম্মেলন ও হালকায়ে যিক্‌র অনুষ্ঠিত হয় সেখানে চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীক্বার 'ইল্‌ম মা'রিফাতের সবক দেয়া হয়।

প্রয়োজনে: ০১৭১১২৩৫৫৮৯, ০১৭১১৬২৪১৮৩, ০১৭২৫১৯৯৭১৯, ০১৭১২১৮৪২৯৩।
web: www.Talimezikr.com
E-mail: peerofmanikganj@gmail.com, btzikr@gmail.com, vatinaw@gmail.com.

বিশ্ব ইজ্‌তিমা' কি এবং কেন

বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌রের বিশ্ব ইজ্‌তিমা' সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে মূল বিষয়টি নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

Bishwa Iztima
ছিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ছিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।